দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 03 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

চট্টগ্রাম কলেজে অবস্থান নিয়েছে ছাত্রলীগ ॥ রক্ত ঢেলে দাবি আদায়ের চেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥

শীতকালীন ছুটি শেষে খোলার প্রথম দিনে চট্টগ্রাম কলেজে অবস্থান নিয়েছে ছাত্রলীগ। কলেজ ক্যাম্পাসে অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনসহ পূর্ব ঘোষিত আট দফা দাবি আদায়ে তারা কলেজে অবস্থান নেয়। দুপুর দু'টায় কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের পর তারা কলেজ ছেড়ে যায়। এদিকে শীতকালীন ছুটি শেষে শনিবার কলেজ খুললেও কোন ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় কলেজ ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া কলেজের মূল ফটক ছাড়া অন্য ফটকগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে।

সাধারণ শিক্ষার্থীরা জানান, মহানগর ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনির নেতৃত্বে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কলেজে প্রবেশ করে। বিভিন্ন গ্রুপে বিভিক্ত হয়ে তারা কলেজে অবস্থান নেয়। পরে দুপুর ১২টার দিকে তারা প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেয়। এ সময় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা তাদের দেয়া আট দফা দাবি মেনে নিতে স্লোগান দেয়। কিন্তু প্রশাসন তাদের দাবি মেনে না নেয়ায় দুপুর একটায় অধ্যক্ষের কক্ষের সামনে রক্ত ঢেলে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আর্কষণের চেষ্টা করে। পরে দুপুর দু'টায় শিক্ষকরা এসে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নিবৃত করে। এ সময় শিক্ষকদের আশ্বাসে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা রক্ত মুছে দেয়।

মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনি বলেন, গত বৃহস্পতিবার আমরা সংবাদ সম্মেলন করে প্রশাসনকে আট দফা দাবি জানিয়েছি। আমাদের দাবিগুলো মেনে না নেয়ায় আমরা কলেজে অবস্থান কর্মসূচী পালন করেছি। আমরা রক্ত ঢেলে দাবি আদায়ের চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রশাসন আমাদের সহযোগিতা করেনি। আমরা আরও দুই দিন সময় দিয়েছি। এর মধ্যে আমাদের দাবি মেনে না নিলে আমরা এক দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করব। এক দফা দাবি কি হবে জানতে চাইলে রনি বলেন, তখন আমরা অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করব। অধ্যক্ষ জেসমিন আক্তার বলেন, ছাত্ররা আমাদের প্রতিপক্ষ নয়, তাদের দাবিগুলো আমরা জেনেছি। দাবি বাস্তবায়নে সময়ের প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে একাডেমিক কমিটি বসে সিদ্ধান্ত নেবে। এর আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে আট দফা দাবির কথা জানায় নগর ছাত্রলীগ।

ছাত্রলীগের আট দফা হলো- কলেজ ক্যাম্পাসে স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন, শিবির ক্যাডারদের পৃষ্ঠপোষক হোস্টেল সুপার-মসজিদের ইমাম ও খতিবকে অপসারণ করা, মূল ফটক ছাড়া বাকি ১৬টি প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়া, তিন দশক ধরে ছাত্র সংসদের নামে আদায় করা অর্থের হিসাব সাধারণ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন, ছাত্রাবাস ও ছাত্রী নিবাসের নামে মিনি ক্যান্টনমেন্টগুলো বন্ধ করে দেয়া, নাশকতা মামলার আসামি ছাত্রদের গ্রেফতার ও ছাত্রত্ব বাতিল এবং ক্যাম্পাসের ভেতরে সব ধরনের আবাসিক স্থাপনা বন্ধ করে দেয়া, অস্থায়ী ও খন্ডকালীন কর্মচারীদের অপসারণ ও দোকান বন্ধ করে দেয়া।